Volume : I

2021-22

Special Issue : Global Pandemic

SPECTRUM

PEER REVIEWED MULTIDISCIPLINARY BILINGUAL JOURNAL

PRASANTA CHANDRA MAHALANOBIS MAHAVIDYALAYA
111/3 B.T. Road, Kolkata - 700 108

CONTENTS

				Page No.
1.	করোনার করুণ অবস্থা লোকজীবন ও জীবিকার	ডঃ দেবলীনা দেবনাথ	:	1 - 6
2.	Creation and shaping of public attitude and awareness towards GM food crops in West Bengal.	Dr. Sreyasi Chatterjee	:	7 - 26
3.	Buyers' perception in the direction of electronic payment system	Dr. Parashar Banerjee	:	27 - 37
4.	What do you want to 'meme'? A study on 'lockdown meme' on social media	Dr. Sukanta Das	:	38 - 43
5.	কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষাপটে পরিবেশের সংকট ও পরিবেশ আন্দোলন ঃ চিপকো আন্দোলনের প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা	ডঃ মানস কুমার ঘোষ	:	44 - 52
6.	A pilot study on the assessment of lifestyle, attitudes and stress among college teachers of Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya during college closure due to covid-19	Tanima Paul Das and Juthi Saha	:	53 - 60
7.	বাংলা সাহিত্যে অতিমারীর রূপরেখা	ডঃ কেয়া চট্টোপাধ্যায়	:	61 - 68
8.	Impact of the lockdown period on the air quality in Kolkata metropolis during covid-19	Dr. Alpana Ray	:	69 - 77
9.	Export and import of commodities during the era of pandemic with reference to Indian economy – an empirical study	Priyajit Ray	:	78 - 88
10.	করোনার দিনগুলিতে প্রেম	ডঃ সোমদত্তা ঘোষ (কর)	:	89 - 92
11.	Smart village and second employment generating sector in West Bengal	Sharmistha Ray (Das)	:	93 - 105
12.	Human opinion regarding the environmental effects due to covid-19 lockdown	Dr. Gargi Bhattacharjee and Dr. Biswajit Singha	:	106 - 111
13.	উইলিয়াম জেমস এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুবাদ ঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা	মিজানুর রহমান	:	112 - 119

SPECIAL ISSUE : GLOBAL PANDEMIC
VOLUME : I
AUGUST 2021

SPECTRUM
PEER REVIEWED
MULTIDISCIPLINARY
BILINGUAL JOURNAL

করোনার দিনগুলিতে প্রেম

ডঃ সোমদত্তা ঘোষ (কর)
সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়, বনহুগলি, কলকাতা

সারসংক্ষেপ
বর্তমান গবেষণাপত্রের লক্ষ্য হল ব্রাত্য বসুর 'করোনার দিনগুলিতে প্রেম' নাটকে অতিমারীর আবহে বর্তমান বিধ্বংসী বৈশ্বিক পরিস্থিতি, সমাজ, পরিবার, প্রত্যাশার স্বপ্নবয়ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা। মূল গবেষণার প্রশ্ন হল নাট্যকার আলোচ্য নাটকে অতিমারীর প্রেক্ষিতে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে কিভাবে সঙ্কটকালকে তুলে ধরেছেন এবং এই দিনগুলিতে আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে প্রেম এবং কোন পরিণতি দেখাতে চেয়েছেন?

সূচকশব্দ ঃ অতিমারী, করোনা, বৈশ্বিক সঙ্কট, প্রত্যাশা

(১)

'Globalization' বা 'বিশ্বায়ন' আমাদের সকল মানবপ্রজাতিকে এক ছাদের তলায় দাঁড় করিয়েছিল নব্বইয়ের দশকে। আমাদের জীবনের গতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এক নির্দিষ্ট পথে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব ভাবতে পারেনি এক অদৃশ্য শত্রু নিঃশব্দে আক্রমন করবে এবং তার অভিঘাত বুঝে ওঠার আগেই পরপর ধরাশায়ী করবে আমাদের, বাঁচার জন্য কোয়ারান্টিনে চলে যেতে হবে। 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' কি না 'নতুন স্বাভাবিক জীবন' তা বলে ওঠার জন্য হয়তো আরো কিছুটা সময় হাতে আছে আমাদের। নভেল করোনা ভাইরাস বা covid19 এক সংক্রামক ভাইরাস যা ২০২০ র জানুয়ারী থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়াতে শুরু করে এবং মানুষকে এনে ফেলে মৃত্যুর দোরগোড়ায়। মানবসভ্যতার পরিচয় ঘটে এক নতুন প্রতিশব্দের সঙ্গে - 'Pandemic', বাংলায় 'অতিমারী'। যখন একটি সংক্রামক রোগ সারাবিশ্বে এক সাথে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা 'প্যানডেমিক' বা 'অতিমারী' নামে ঘোষিত হয়। যখন অতিমারীর বিষাক্ত বায়ু মানুষকে ক্রমাগত ছোবল মারছিল, কোন প্রতিষেধক ও আবিষ্কার হয়নি, তখন নানা বয়সের মানুষ তীব্রভাবে বাঁচার আকাঙ্খায় প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছে। করোনা আক্রানত মানুষের পাশাপাশি সরকারী নিয়ম মেনে লকডাউন, বিচ্ছিন্নতার নির্দেশ মেনে নিজেকে করে নেয় মানুষ গৃহবন্দী। এ এক অচেনা পৃথিবী। তবে এই অস্থিরতার সময় যদি একবার পশ্চাতে ফিরে তাকাই তবে দেখা যাবে পূর্বেও পৃথিবীর বুকে বাংলায় প্লেগ, গুটি বসন্ত, কলেরার মতো মহামারী, অতিমারী মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল বিপযর্স্ত। এই সমস্ত বিপর্যয় কাটিয়ে মানবসভ্যতা পুনরায় অগ্রগতির পথে এগিয়েছে। থামেনি তার চলা। সেই অসহায়তা, হাহাকার, বেঁচে থাকার সংগ্রাম লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সাহিত্যিকের কলমে, শিল্পীর আঁচড়ে উত্তরকালের জন্য। বর্তমানের এই অতিমারীর ক্রান্তিকালপর্ব ও সুচিত থাকছে সাহিত্যিকের

সৃষ্টিতে শিল্পীর অঙ্গনে। আগামী প্রজন্ম যাতে অনুভব করতে পারে এই সঙ্কটকালকে। এমন ই এক সমকালীন সৃষ্টি হল ব্রাত্য বসুর নাটক 'করোনার দিনগুলিতে প্রেম'।

(২)

লকডাউন পর্বে 'দেশ' পত্রিকা মুদ্রিত হতে না পারা পাঁচটি সংখ্যা নিয়ে ২০২০ সলে 'নিভৃতবাসের দেশ' নামে এ বিশেষ সংগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার মধ্যে ১৭মে, ২০২০র দেশ পত্রিকার 'নিভৃত এ নিকেতনে, দ্বিতীয় পর্ব' সংখ্যা প্রকাশিত হয় আলোচ্য নাটকটি। ব্রাত্য বসু বর্তমান সময়ের একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা, নাট্যসংগঠক, অধ্যাপক, বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর লেখা উল্লেখযো নাটকগুলি হল 'রুদ্ধসঙ্গীত', 'বোমা', 'সিনেমার মতো', 'অশালীন', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' ইত্যাদি। ২০০৯ সালে নাট্যদল 'ব্রাত্যজন' এর পথ চলা শুরু হয় রুদ্ধসঙ্গীত নাটকের মাধ্যমে। আলোচ্য নাটকটির রচনাকাল ২৬ এপ্রিল-২৮শে এপ্রিল, ২০২০। নাটকটি যে সময়ের প্রেক্ষিতে লেখা, তা হল ২০২১, জুন মাস। যে হনন পর্বের ম দিয়ে আমরা বর্তমানে যাচ্ছি ভাবতে অবাক লাগে এক বছর আগেই নাট্যকার তা অনুমান করতে পেরেছেন ও নাট সমকালীন অস্থিরতাকে তুলে ধরেছেন। নাটকে মূলচরিত্র গুলি হল বিজয়, সুলগ্না, রুনু, সংবাদপাঠিকা, সংবাদপাঠ হিমাঙ্ক, তানসেন, আজহার, চিঙ্কা, গহিন এবং একটি বিশেষ চরিত্রে করোনা। নাটকটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবার, অতিমারী পর্বের যাপিত জীবনকে অর্থাৎ গৃহবন্দী অবস্থাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বাইরের পৃথিবীর সং সংগ্রামের খবর তাদের কাছে আসছে টিভিতে সংবাদপাঠের মাধ্যমে। আর বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের এক মাধ্যম গোপাল, যে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে সাহায্য করছে। যার সম্পর্কে বিজয় বলে সুলগ্নাকে "জ জানি গোপালেরা এ পৃথিবীতে মরে না কখনও। ওদের প্রচন্ড ইমিউনিটি।" ১(পৃঃ২৪) এরপর কি? এবার নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালচেনা করা যেতে পারে।

৪৫-৫০ বছর বয়সী বিজয় ও তার স্ত্রী ৪০-৪২ বছর বয়সী সুলগ্নার পরিবার, যারা এখন ও সংগ্রাম করে ব করোনার বিরুদ্ধে গৃহবন্দী অবস্থায় থেকে। পেশায় বিজয় বড় কর্পোরেটস, সুলগ্না স্কুলটিচার। তবে বর্তমানে দুজ ঘরে বন্দী। "তাদের দুজনেরই শরীরে অবিকল স্টিভেন সোডারবার্গ এর ছবি 'কন্টেজিয়ন'এ অ্যালান ক্রামউই চরিত্রের অভিনেতা জুড ল যে পোষাক পরেছিলেন, সেই পোষাক পরা। .... বিজয়ঃ না, বেঁচে আছি এখনও। সু খেয়েছ কিছু? .. শেষ কবে খেয়েছ? বিজয়ঃ পরশুদিন সকালে। একটি রুটির ছিলকা আর একটা আলুসিদ্ধ।... ম এই আচ্ছাদনটা অল্প তুলে কোনওমতে।" ২(পৃঃ ২৩-২৪) নাটকের সূচনাতেই টিভিতে বলা পলিথিনের পে পরিহিত সংবাদপাঠিকার খবর থেকে জানা যায় যে আমাদের দেশে জীবিতের সংখ্যা আর মাত্র দু লাখ পঁয়ত্রিশ হা স্পেনে কেউ বেঁচে নেই, ইটালি জনশূণ্য, আমেরিকায় জীবিতের সংখ্যা মোট ছ লাখ, চিনে ন লাখ। রাস্তায় কা শকুন উড়ছে। রাস্তায় পড়ে থাকা অসংখ্য মানুষের লাশ নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। সাংবাদ পাঠিকার চ্যা কেউ বেঁচে নেই। কারণ করোনা গ্রাস করে নিয়েছে সবাইকে। এই সংবাদপাঠিকাই চ্যানোলর শেষ ব্যক্তিযে সামাজিক দায় এড়াতে না পেরে গত তিনদিন ধরে অসংখ্য লাশের ভেতরে অফিসে থেকে গেছে এবং ঘরে বসে পাঠকের কাছে সঙ্কটকালীন সমকালকে তুলে ধরছে। এরপর সাংবাদপাঠিকার 'আমি নেই, ভাবতেই ব্যথায় মন...' এই গান গাইতে গাইতেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। এইভাবে নাটকের সুচনাপর্বেই নাট্যকার এক বিধ্বংসী পরিস্থিতি, পরিবারের সঙ্কটকালীন চিত্রকে তুলে ধরলেন। বাইরের অস্থিরতা, আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা মানুষকে সন্ত্রস্ত করে চলেছে প্রতিদিন তা বিজয়দের পরিবারের মাধ্যমেই চিত্রিত। মানুষ ঘরের মানুষকেও পুরো বিশ্বাস পারছেনা শুধু প্রাণে বাঁচার তাগিদে। সুলগ্নার মা তাদের সঙ্গেই থাকে। তাকেও সবসময় মাস্ক পরিয়ে রাখা কারণ সংক্রেমিত যাতে না হতে হয়। এই সঙ্কটের মধ্যেও আমাদের মতো সুলগ্নাও আশা রাখছে যে তারা ব

কারণ সামনের বছর জুন কি জুলাইমাসে বা তার পরের বছর সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে এবং তারা আবার বেড়াতে যাবে রুনুকে নিয়ে। তাদের আর এক আশার স্থল তাদের একমাত্র পুত্র রুনু। যে বিদেশে ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে, যদিও বিজয় নিশ্চিত নয় সে বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু সুলগ্না বিশ্বাস রাখে তারা যখন বেঁচে আছে, রুনুও বেঁচে আছে। এইসময় দেখা যায় বিজয়দের খাবার যোগান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখল এতদিন ধরে যে ছেলেটি, সেই গোপালের বিজয়দের বাড়ীর সামনে জু থেকে ছাড়া পাওয়া জাগুয়ারের আঘাতে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন যে কোভিডের কারণে যেমন মানুষ মারা যাচ্ছে, সমান্তরাল ভাবে অনাহার ও মৃত্যুর এক বড় কারণ। আর এক বছর ধরে করোনার সঙ্গে বস্তুত মানবপ্রজাতি প্রতিদিন খবরের কাগজে, নিউজ চ্যানেলে পর্যবেক্ষণ করছে মৃত্যুহার কমল না বাড়ল। তথ্যবিশ্বাসী শঙ্কিত মানুষের প্রতিনিধি বিজয় তাই গোপালের মৃত্যুর পর বলে ওঠে - “গোপালের এই মৃত্যুর জন্যে করোনায় আক্রান্ত, চিতায় আক্রান্ত, ... জাগুয়ারে আক্রান্ত আমাদের দেশেমৃতের সংখ্যা ঠিক কত দাঁড়াল, সে হিসেব আমরা জানি না। আমাদের তথ্য চাই, আরও তথ্য। তথ্য দাও টেলিভিশন, তথ্য দাও গুগল, তথ্য দাও ফেসবুক, তথ্য দাও টুইটার, তথ্য দাও হোয়াটসঅ্যাপ, তথ্য দাও ইন্সটাগ্রাম।” ৩(পৃঃ ২৫) তাদের বেঁচে থাকার উৎস কমে যাওয়া মানে মৃত্যুর দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। এইরকম আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে যখন তারা, এমনই সময় সংবাদপাঠকের সংবাদ কোথাও তাদের শোনায় আশার বাণী। ডা. হিমাঙ্ক পালচৌধুরীর সঙ্গে সংবাদপাঠক দর্শকদের আলাপ করান। তাঁর প্রেসকিপশনে লেখা ওষুধ খেয়ে তিনজন মৃত্যুর মিছিল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। দেশে আরো সুস্থ হচ্ছে উঠছে। হিমাঙ্ক সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ পরে থাকছেন কারণ মুখে মাস্কের সাথে যদি সারা গায়ে ব্যান্ডেজ জড়ানো হয়, তাহলে যে কোন ভাইরাসের সংক্রমণতা কমে যাবে। এর পাশাপাশি সংবাদপাঠক ‘কলতলা’ বলে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন অনাবাসী বাঙালীর ‘তরজাসক্ত এবং ঝগড়াসক্ত’ আলাপচারিতার আয়োজন করেন। তাঁরা হলেন তানজানিয়ার তনসেন ত্রিপাঠী, চিলের চিঙ্কা তরফদার, আজারবাইজান থেকে আজহার জানম এবং গ্রীণল্যান্ড থেকে পতিন গঙ্গোতা। এক ব্যাঙ্গাত্মক আলাপচারিতার মাধ্যমে নাট্যকার করোনার আবির্ভাব ও প্রকোপের কথা তুলে ধরছেন। কেউ বলছে মুসলমানরা করোনা এনেছে, আবার কারোর মতে সারা পৃথিবীজুড়ে যে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বাড়ছে, তাই করোনা এনেছে। আলোচনায় এসেছে গোরু, মার্কসবাদ, পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি। নাটক বা চলচ্চিত্রে সিরিয়াস ঘটনা যখন পরপর ঘটে, তখন একটা কমিক রিলিফের প্রয়োজন পড়ে। এই ‘কলতলা’ অনুষ্ঠানটি কিছুটা সেই কাজ করেছে। টিভি র জগত থেকে সরে এসে বিজয়ের পরিবারে দেখা যায় মাস্ক খুলে দু দিনের বাসি আঙুর খাবার কারণে সুলগ্না তার বিরানব্বই বছর বয়সী মাকে ইঁদুর মারা বিষ দিয়ে হত্যা করে। সুলগ্নার মতে ‘এরা আসলে প্রত্যেক রাষ্ট্রবিরোধী, প্রতিষ্ঠানবিরোধী, ফতোয়াবিরোধী।.... রাষ্ট্র যখন বলেছে তখন করোনার সময় বাথরুমে গেলেও মাস্ক পরে থাকতে হবে।” ৪ (পৃঃ ২৭) মানুষকে যে কতটা হিংস্র, স্বার্থপর করে তুলছে এই অতিমারী পর্ব, তার দৃষ্টান্ত এই। সুলগ্না যখন মায়ের মৃতদেহ চামড়ার জ্যাকেটে মুড়ে সরাতে ব্যস্ত থাকে, তখন ই বাড়ীর ভিতরের ঘর থেকে বাইরের ঘরে এসে উপস্থিত হয় ২৫ - ২৬ বছরের একটি ছেলে। বিজয়কে সে বলে তার নাম করোনা। বৃদ্ধাকে মাস্ক খোলার কারণে সে মারতে এসেছিল কিন্তু তার আগেই সুলগ্নার ইঞ্জেকশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে যায়। বিজয়ের সঙ্গে করোনার কথোপকথনে উঠে আসে কাশ্মীরের লকডাউন পরিস্থিতি, মানুষের লোভ, বিবেকহীনতা, মূল্যবোধের বিসর্জন। করোনার সংলাপে ধরা পড়ে মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা - ‘শোনো বিজয়, আঢ্য, গঙ্গা হোক, বা টেমস, তা দিয়ে জল গড়াবে অনেক, হয়তো ভ্যাকসিনও মিলে যাবে আমাকে হত্যা করার, তবু জেনো যখনই কোনও সর্বনাশ তোমারা তোমাদের ভেতরে ডেকে আনবে মারীরমতো, মড়কের মতো, খলখলে এক প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো আমি বারবার ফিরে আসবো তোমাদের এই অপাপবিদ্ধ সুন্দর ধরিত্রীতে।” ৫(পৃঃ ৩০) করোনার বলা প্রতিটি সংলাপ শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের ক্ষমতালোভী ভাবনা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতাই আজ আমাদের এই অতিমারীর মধ্যে দাঁড় করিয়েছে। নিজেই নিজেদের বিষবৃক্ষ রোপন করেছি। এই নগ্ন সত্যটিকে চিহ্নিত করেছে করোনা। কিন্তু নাটকের শেষে ট্রাজিক পরিণাম ঘটে যখন করোনাকে থামাতে গিয়ে সুলগ্না তার রিভলবার থেকে গুলি চালায় এবং তা লাগে

ঘরে প্রবেশ করা একমাত্র সন্তান রুনুর গায়ে। করোনা যাবার আগে বলে যায় যে মানুষের লোভ, উচ্চাকাঙ্খা আর যোগ্যতাহীন হিংস্র চাহিদাই উত্তর প্রজন্মের বিনাশের কারণ। রুনু মারা যাবার আগে মা, বাবাকে বলে যায় যে কিভাবে সে দীর্ঘ ছ'মাস ধরে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অতিমারীর মধ্যে, লকডাউনের মধ্যে মড়কের মিছিল উপেক্ষা করে ভালোবাসার তাগিদে বাবা, মার কাছে ফিরে এসেছে আর কি পেল সে? এ যেন সকল উত্তর প্রজন্মের প্রশ্ন আমাদের কাছে যে কোন পৃথিবী তাদের জন্য রেখে যাচ্ছি?

নাটকের সমাপ্তি ঘটে বিজয় ও সুলগ্নার মুখের মাস্ক খুলে ফেলা দিয়ে। রুনুকে কেন্দ্র করে যে প্রেম, যে আকাঙ্খা তাদেরকে স্বার্থপরের মত সংগ্রাম করতে, বাঁচতে সাহায্য করেছিল, রুনুর মৃত্যু তাকে করে তুলল অর্থহীন। তাদের লড়াই এর শক্তিটাই গেল হারিয়ে। এরজন্য দায়ী যে আমাদের অর্থহীন ঔদ্ধত্য, অসার আস্ফালন আর এগুলো যে কত তুচ্ছ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল করোনা। বর্তমানে ভ্যাকসিন বেরিয়েছে, মানুষ নিচ্ছেও কিন্তু মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা, নির্বোধ ভোগবাদ বিশ্বকে করে তুলছে হত্যাপুরী। মানুষ যতদিন না সচেতন হবে ততদিন চলবে এই হত্যালীলা, হবে স্বজন হারানোর বেদনা।

এই সমকালীন সঙ্কটের ছবি নাট্যকার ব্রাত্য বসু নাটকের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। নাটকটির নামকরণের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের লেখাউপন্যাস 'Love in the Time of Cholera'র। ঐ উপন্যাসে যেমন কলেরা একটা প্রেক্ষিত ছিল, তার আধারে প্রেমের পূর্ণতা প্রাপ্তির কথা ছিল, এখানে করোনা শুধু পটভূমিকাই নয়, তাকে personified করেছেন নাট্যকার। তবে নাটকটি আরো একটু দীর্ঘায়িত হলে হয়তো বাইরের সঙ্কট, নাটকের চরিত্রগুলি আরো একটু সম্যকভাবে পরিস্ফুট হতো। তাই নাট্যরস সম্পূর্ণরূপে কোথাও ঘনীভূত হতে বিরত হয়েছে। প্রেম এই পরিস্থিতিতে আত্মসর্বস্ব প্রেমে পরিণত হয়েছে, যদিও রুনু কিন্তু বাবা, মার প্রতি নিখাদ ভালোবাসা নিয়েই সুদূর পথ অতিক্রান্ত করে এসেছে। সবশেষে বলা যেতে পারে 'করোনার দিনগুলিতে প্রেম' নাটকে নাট্যকার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে, দম্পতিকে কেন্দ্র করে বিধ্বংসী বৈশ্বিক সঙ্কটকে, নৈরাজ্যকে যেমন তুলে ধরেছেন, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে হয়তো প্রেম এর পরিনতি যদিও শেষপর্যন্ত সুখকর হয় নি, কিন্তু আগামী দিনের জন্য যে বার্তা দিয়েছেন নাট্যকার, তা মেনে চললে মানব সভ্যতাকে এমন ভয়ঙ্কর অতিমারীর মুখোমুখি হতে হবে না, সেই প্রত্যাশার স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। এখানেই অতিমারীর প্রেক্ষিতে এই নাটকটির সার্থকতা।

তথ্যসুত্র ঃ

১. বসু, ব্রাত্য, করোনার দিনগুলিতে প্রেম, দেশ, নিভৃত এ নিকেতনে দ্বিতীয় পর্ব, ১৭মে, ২০২০, নিভৃতবাসের দেশ, সম্পাদক সেনগুপ্ত সুমন।

২. তদেব। পৃষ্ঠা ২৩-২৪।

৩. তদেব। পৃষ্ঠা ২৫।

৪. তদেব। পৃষ্ঠা ২৭।

৫. তদেব। পৃষ্ঠা ৩০।